পাঠক ফোরাম

এটা মেনে নেয়া যায় না

এবার প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া। প্রথম আহসানউল্লাহ মাস্টার, তারপর আইভি রহমান, এবার কিবরিয়া। সিলেটে চেষ্টা হয়েছিল ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে হত্যার। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এক আত্মঘাতী অন্ধকার পথে। দশ ট্রাক অস্ত্র ধরা পড়লো। এখন মারণাস্ত্রে দেশ ভরে গেছে। সরকারের দায়িত্ব কি? সরকারের এতোগুলো গোয়েন্দা স্থাপনা রয়েছে, অথচ একের পর এক গ্রেনেড হামলা হচ্ছে সর্বত্র। অনেকগুলো খেতাব পেয়েছে বাংলাদেশ। এখন শুধু বাকি সন্ত্রাসী দেশ। সেটাও বলা শুরু হয়েছে। নড়েচড়ে বসছে আন্তর্জাতিক মহল, নজর এখন বাংলাদেশের ওপর। সরকার যদি ব্যর্থ হয়, কে আমার জীবনের নিশ্চয়তা দেবে। কিভাবে সাধারণ মানুষ বাঁচবে? হরতাল দিয়ে সমস্যা সমাধান হবে না। ওটা দুই বড় দলের শক্তির লড়াই। মানুষ এ লড়াই দেখতে আগ্রহী নয়। অপশক্তির বিরুদ্ধে দেশবাসীকে দাঁড়াতে হবে, গণতান্ত্রিক শক্তিকে একত্রিত হতে হবে। ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা। শাহ এএমএস কিবরিয়া ক্যাডারের রাজনীতি করতেন না, এ ধরনের মানুষের প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য। তার মতো রাজনীতিবিদ সরকারে থাকতে পারে বিরোধী দলেও নতুন দান করেন। কিন্তু এটা কি হলো?

উলফৎ চৌধুরী, মতিঝিল, ঢাকা

প্রশ্নের মুখে র‍্যাব

বাংলা ভাইয়ের নতুন করে উত্থান র‍্যাবের ক্রসফায়ার ও এনকাউন্টারের মিথ ভেঙে দিচ্ছে। খবরের কাগজ খুলেই প্রথম দেখতো ক'জন সন্ত্রাসী মারা পড়লো!

ক্রসফায়ারের মতো অমানবিক বিষয়কে নিজেরাই যুক্তি দিয়ে নিজের কাছে গ্রাহ্য করে নিতো। এই উৎসাহে ভাটা পড়লো ক্রমে যখন দেখলো গ্রেনেড পড়ছে, যখন তখন টার্গেটে, র‍্যাব কিছু করতে পারছে না। ধরা পড়ছে না শিবিরের গলাকাটা, রগকাটা সন্ত্রাসীরা। বাংলা ভাইয়ের ক্যাডাররা আবার খোলাখুলি বের হয়ে এসেছে, সেখানে পুলিশ এনকাউন্টারে যাচ্ছে না। যাচ্ছে টিয়ার গ্যাস নিয়ে প্রতিরোধে। উচ্চপর্যায়ের নেতাকে গ্রেপ্তার করে বহাল তবিয়তে রাখা হয়েছে। রিমান্ডের জন্য কোর্টের নির্দেশ চাচ্ছে। বিষয় কেমন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। মানুষ র‍্যাবের প্রতি আস্থা হারাচ্ছে, যে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তার থেকে সরে যাচ্ছে নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

মীর কামরুল হাসান
কাফরুল, ঢাকা

মুখ ফেরাবো কেন

আমরা আবেগপ্রবণ জাতি বলে প্রচলিত আছে। তার সঙ্গে বেশ অস্থির, নিষ্ঠুরও বটে। বাংলাদেশ ক্রিকেটে সিরিজ জয় করলো। প্রথম বিজয় বলে পুরো দেশ আনন্দে উত্তাল হলো। তারপর দুটো ওয়ানডের পরাজয় দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলো মানুষ। ভুলে গেল বিজয়ের হাসি-আনন্দ। খেলায় জয়-পরাজয় থাকবেই। কিন্তু আমরা একটি বিজয়ের পর পরাজয়কে মানতে রাজি নই। অথচ খেলা দুটিতে বাংলাদেশ পরাজিত হলেও খেলায় লড়াকু ভাব ছিল। এটাই তো এতোদিন আশা করেছি। হার হতেই পারে, কিন্তু লড়াই করেই হারতে হবে বা জিততে হবে। হয়তো বাংলাদেশ এখন এই আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে সিরিজ বিজয়ের পর। এটাই আমাদের অর্জন। বিজয়কে ছোট করে দেখা উচিত নয়, এই বিজয় আমাদের অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে বলেই আমার বিশ্বাস।

ইলা, বেনু ও শাকের
রামপুরা, ঢাকা

মনমানসিকতার পরিবর্তন

আজকাল বিয়ের বাজারে উচ্চশিক্ষিত মেয়ের কদর খুব বেশি। আত্মীয়-পরিজন, প্রতিবেশী বা বন্ধুদের বউদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বউকে কোনো অংশে কম হলে চলবে না। শিক্ষিত বউ নিয়ে শ্বশুরপক্ষ বেশ গর্ব করে থাকেন। বিয়ের কিছুদিন পর বউ যদি চাকরির চেষ্টা করে তবে বিপত্তি শুরু হয় এখান থেকেই। শ্বশুরপক্ষ বেশ ভালোভাবেই বুঝিয়ে দেন যে, বউকে নিতে হবে সংসারের দায়িত্ব। স্বামী-সন্তানের মঙ্গল চিন্তায় ব্যাকুল থাকাই তার প্রধান কর্তব্য। কখনো কেউ বোঝার চেষ্টা করেন না যে, যে মেয়ে তিল তিল করে নিজেকে গড়ে তুলেছে স্বাবলম্বী হবার জন্য, তার কাছে এ প্রাচীর কতটা দুর্বিষহ। যে বাবা-মা নিজেদের অর্থ আর শ্রমের মাধ্যমে মেয়েকে শিক্ষিত করে তুলেছেন তারা হয়ে যান পর। তাদের মতামতের উপেক্ষা করা হয় প্রবলভাবে। তাদের পরিশ্রম আর ত্যাগ নিঃশেষ হয়ে যায় চোখের জলে। সংসারের বেড়ি পরিয়ে শিক্ষিত মেয়েদের আটকে রাখা হয় ঘরের কোণে। এটি একটি সামাজিক অপরাধ। যদি তাদের একান্তভাবেই গৃহবধূর প্রয়োজন হয় তবে অল্পশিক্ষিত বউ নিয়ে শ্বশুরপক্ষ সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। সমাজের সবাইকে সচেতন হতে হবে যেন বিয়ে নামের বন্ধন কোনো মেয়ের সামনে এগিয়ে যাবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। আশা করি বিষয়টি শ্বশুরপক্ষ এবং সমাজপতিগণ ভেবে দেখবেন।

কবিতা চাকলাদার, প্রভাষক,
সরকারি এস এ কলেজ
চৌমুহনী, নোয়াখালী

বিটিভির নাটক

গত ডিসেম্বরে বিটিভিতে শেষ হলো জাসাস নেতা বাবুল আহমেদ প্রযোজিত ধারাবাহিক নাটক 'বিকালে ভোরের আলো'। এই নাটকের প্রধান চরিত্রগুলো প্রত্যেকে 'দুইবার' বিয়ে করে। এর মধ্যে ছন্দা অভিনীত চরিত্রটি আবার তার প্রথম স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। তাছাড়া বর্তমানে বিটিভিতে

সুনামির প্রতিক্রিয়া

সুনামির সু-এর (উচ্চারণ) অর্থ হচ্ছে একটু ব্যাপক। বিভিন্ন বাংলা শব্দ সু-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন সমুদ্র-সৈকত, বেলাভূমি, তটরেখা, উপকূল, পোতাশ্রয় সমুদ্রপাড় ইত্যাদি। আর নামী শব্দের অর্থ ঢেউ বা তরঙ্গ। জাপানি ভাষায় সু এবং নামী প্রকাশিত হয়ে সুনামি শব্দটি তৈরি হয়। ঝড়বৃষ্টি, তাইফুন (তুফান), (সাইক্লোন), হারিকেন, টর্নেডো ইত্যাদির কারণে যেমন সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হতে পারে তেমনি আবার সমুদ্রতলস্থ ভূমির কম্পনের জন্যও হতে পারে। তবে শুধু সমুদ্রতলদেশের ভূমিকম্পনের কারণে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসকেই জাপানিরা সুনামি বলে থাকে। অন্যান্য কারণে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসকে জাপানিরা কখনো সুনামি বলবেন না।

'৭০-এর দশকে জাপানের টয়ো ইউনিভার্সিটিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি করার সময় সুনামি শব্দটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সমুদ্রবন্দর, পোতাশ্রয়, Sea-wall ইত্যাদি ডিজাইনের কাজে সিভিল ইঞ্জিনিংয়ারিংয়ে সুনামি বিষয়ে কিছুটা বিদ্যাশিক্ষা করতে হয়। যা হোক, ওই সময়েই জানতে পারি যে Tsunami শব্দটি ইংরেজি ভাষাতেও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এর অর্থ হচ্ছে Tidal wave due to seismic force। অতএব, এই শব্দটি মোটেই নতুন নয়। বাংলাদেশীরা এবার প্রথম এই শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হলেন বলে অন্যদের মতো কবি নির্মলেন্দু গুণও বিভ্রান্ত হয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক। ঝড়-তুফানের দ্বারা সৃষ্টি জলোচ্ছ্বাসের শক্তির তুলনায় ভূমিকম্পের দ্বারা সৃষ্টি সুনামির শক্তি কয়েকশ' গুণ বেশি। সুমাত্রার ভূমিকম্পনের দ্বারা সৃষ্ট গত বছরের সুনামির শক্তি ছিল প্রতি বর্গমিটারে তিন থেকে পাঁচ টন। অর্থাৎ ১০০ মিটার গভীর সমুদ্রতলের প্রতি ১ মিটার প্রস্থে ৩০০ টন থেকে ৫০০ টন শক্তি কাজ করেছে। সমুদ্র তো সব জায়গাতেই এর চেয়ে অনেক গভীর। আর প্রস্থের তো কোনো শেষ নেই। প্রচন্ড এই শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে সুনামি বিভিন্ন উপকূলে পতিত হয়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বাধা না মেনে উপকূল ডিঙিয়ে ওপরে উঠে সবকিছু ধ্বংস করেছে। এভাবে এই প্রাকৃতিক শক্তি আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়েছে। কবি নির্মলেন্দু গুণ সামান্য ভুলত্রুটি সত্ত্বেও একটি সুন্দর রচনা আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন এ জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পত্র লেখার জন্য আশা করি আমার মতো অতি ক্ষুদ্র একজন মানুষের ওপর তিনি নারাজ হবেন না। ধন্যবাদ।

শেখ আহমেদ ওয়াজির, 3-18-3 Higashi, Niiza-shi, Saitama, Japan

প্রচারিত হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক 'ভালোবাসা ভালো না'। এই নাটকে দেখা যায় আইসব্যাগ ও টয়লেট পেপার নিয়ে একজন কর্মকর্তার অফিসে যাওয়া, শিক্ষিত এক তরুণের প্রেমিকার রিকশার পাশে মাইলের পর মাইল দৌড়ানো, পার্কে টবে লাগানো গাছের সঙ্গে কথা বলাসহ উদ্ভট কান্ডকারখানা। দেশে এখন টিভি চ্যানেলের সংখ্যা বাড়লেও বিভিটির দর্শক সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। তাই বিটিভি যদি নিয়মিতভাবে এমন অবাস্তব, উদ্ভট কান্ডকারখানার নাটক প্রচার করে তাহলে খবরের মতোই বিটিভির নাটক থেকেও দর্শক এক সময় মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবে।

শিল্পী, শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ

পাঠক ফোরাম ও প্রবাস জীবনে পত্রলেখদের প্রতি

সম্প্রতি একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রবাস জীবন এবং পাঠক ফোরামে চিঠির মধ্যে কিছু চিঠি থাকছে ফটোকপি। আমাদের মনে হচ্ছে, কিছু পত্রলেখক একই পত্র বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠাচ্ছেন। এটা নিয়মবহির্ভূত এবং অসততা। আসলে পত্রলেখকদের নিজেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোনটিতে লিখতে চান। শুধু পত্রিকায় নাম ছেপে যারা খুশি হতে চান তাদের অন্য পাঠকরাও ভালোচোখে দেখে না। আমরা চাইবো পত্রে ফটোকপি পাঠাবেন না, সেটা যেকোনো পত্রিকা হতে পারে। আমরা এখন থেকে ফটোকপি ছাপা স্থগিত রাখবো। তারা প্রবাসের অনেক লেখক অন্য পত্রিকার প্রতিনিধি, অথচ তার রিপোর্ট ২০০০-এ পাঠাচ্ছেন এটাও অনৈতিক।

নতুন করে কয়েকটি বিষয় মনে করিয়ে দিতে চাই। পাঠক ফোরাম সাধারণ, সমসাময়িক বিষয়ে চিঠি লিখে আমাদের সঙ্গে, অন্যান্য পাঠকদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। বিতর্ক হবে, তাও ছোট পরিসরে। অনেকে পাঠক ফোরাম বা প্রবাসে তার রাজনৈতিক মতবাদ শুধু তুলে ধরতে চান। আমরা তা চাই না। আমরা চাই আপনার অভিজ্ঞতা বা স্থানীয় অবিচার-অন্যায়ের কথা ফোরামে। প্রবাস জীবনে পাঠক পড়তে চায় প্রবাসী জীবনে আপনার সুখ-দুঃখের কথা, জীবনযাপন, ইমিগ্রেশনের নতুন আইন ইত্যাদি। লেখা ছোট হতে হবে পাঠক ফোরামে, প্রবাস জীবনের পত্র ছোট হলে ছাপাতে সুবিধা হয়। প্রবাস জীবনে অনেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠাচ্ছেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি আমরা ছাপতে আগ্রহী নই, বরং নিজের খবরটি ছোট পত্রাকারে পাঠালে আমরা ছাপাতে পারি। হাতের লেখা পরিচ্ছন্ন ও এক পাতা লেখাও আমাদের কাম্য। সবাইকে ধন্যবাদ।- **বিভাগীয় সম্পাদক**

গার্মেন্টস কর্মীরাও মানুষ

গার্মেন্টসে আগুন লাগার ঘটনা নতুন নয়। প্রায় সময়ে ঢাকার গার্মেন্টসগুলোতে আগুন লেগে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে আগুনে পুড়ে মরার পরিবর্তে পায়ে দলিত হয়ে মরে বেশি। নারায়ণগঞ্জে গত কয়েক দিন আগ যে অগ্নিকান্ডটি ঘটে গেল তা সত্যিই দুঃখজনক। গার্মেন্টসে আগুনে পুড়ে ২২ জনের মৃত্যুর ঘটনা এই প্রথম। এখনো বলা হয় ৩৩ জন নিখোঁজ। কেউ কেউ বলছে লাশ গুম করা হয়েছে। কেউ কেউ বলছে ধ্বংসস্তূপের ভেতর এখনো অনেক লাশ রয়েছে। কিন্তু এতোজনের মৃত্যু কেন? শোনা যায়, আগুন লাগার পর নিচে দারোয়ানকে গেট খুলে দিতে বললে, সে গেটে তালা লাগিয়ে দিয়ে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয় আর ফায়ার সার্ভিসের লোকেরা আসতে আসতে ২২ জন (হয়তো বা আরো অনেক হবে) পুড়ে রোস্ট হয়। এছাড়া প্রতিটি ফ্লোরে তালা লাগানো ছিল। আর এ কারণেই তারা বের হতে না পেরে ভেতরেই পুড়ে মরে। কিন্তু মানুষ তো জানোয়ার নয়, এভাবে তাদের আটকে রাখার কারণ কি? একটি ফ্যাক্টরিতে অনেক ধরনের দাহ্য পদার্থ থাকে এবং যেকোনো সময় সেখান থেকে আগুন লেগে যেতে পারে বা অন্য দুর্ঘটনাও ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। শোনা যায়, ওই গার্মেন্টসে ইমারজেন্সি কোনো সিঁড়ি ছিল না। বাংলাদেশের অধিকাংশ গার্মেন্টসে গেলেই এ ধরনের নানা ত্রুটি দেখা যায়। অথচ বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের একটি বিরাট অংশ আসে পোশাক শিল্প থেকে। কখনো গার্মেন্টসে আগুন বা কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তার ক্ষতিপূরণের দাবিদার মালিকরাই হয়ে থাকেন। কর্মীদের এতে কোনো হক থাকে না।

নারায়ণগঞ্জের নিটিং ফ্যাক্টরিতে যারা মারা গেছে তাদের পরিবারকে বলা হয়েছে ১ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবে, অবশ্য সেই ক্ষতিপূরণ শেষ পর্যন্ত পেলেই হয়! কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়, এই ১ লাখ টাকাই শেষ নয়। যারা এখানে মারা গেছে তাদের অনেক পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। ৪ বা ৬ জনের একটি পরিবার ১ লাখ টাকায় কতদিনই বা চলবে। একজন মানুষের মূল্য এভাবে নির্ধারণ করা ঠিক নয়। তার চেয়ে কিভাবে এসব দুর্ঘটনা এড়ানো যায় তা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আমি আশা করবো, বিজিএমইএ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোর এই অসঙ্গতি খুঁজে বের করবে।

ডা. মোস্তফা আব্দুর রহিম
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

ঢাকার চলচ্চিত্র

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে বেড়াতে গিয়েছিলাম চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর থানার রহনপুর গ্রামে। থানায় মোট সিনেমা হলের সংখ্যা ৪টি। পাশের নাচোল থানায় আশা ও প্যারাডাইস নামক ২টি সিনেমা হল ছিল কিন্তু আশানুরূপ ব্যবসা করতে না পারায় হল দুটি ধানের গুদামে পরিণত হয়েছে। গোমস্তাপুর থানার আড্ডার তৃপ্তি সিনেমা হলটি বর্তমানে হিমাগার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বন্ধুর মন রক্ষার্থে রহনপুর মুক্তাশা সিনেমা হলে 'রুখে দাঁড়াও' সিনেমাটি দেখতে বাধ্য হলাম। অবাক হলাম, জাতীয় পতাকার পরপরই শুরু হলো কাটপিস দেখানো। সিনেমায় ধর্ষণ দৃশ্য প্রায় ৪-৫টি, অশ্লীল গান ও নাচ ৬টি, অশ্লীল সংলাপ পুরো ছবিতে। দেশের প্রথম শ্রেণীর গায়ক-গায়িকা এই সিনেমার গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। প্রতিটি গানের কথা ছিল অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ। ময়ূরী, ঝুমকা, আলেকজান্ডার বো, শাকিব খান, মেহেদী, সাদেক বাচ্চু প্রমুখ এই অশ্লীল 'রুখে দাঁড়াও' সিনেমাটির অভিনেতা-অভিনেত্রী। উল্লিখিত প্রতিটি অভিনেতা ও অভিনেত্রী চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা রোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, আবার অশ্লীল চলচ্চিত্রে অভিনয়ও করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ওনারা দুই কূল রক্ষা করে ফায়দা লুটছেন। নির্দেশক কিংবা হল মালিকরা সিনেমায় অশ্লীলতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের বিনোদনকে। কিন্তু অশ্লীলতা সংযোজন করেও দর্শক সিনেমা দেখতে না যাওয়ায় সিনেমা হলগুলো একের পর এক বন্ধ হচ্ছে (প্রমাণ নাচোল থানা), এমনকি সিনেমাগুলো ব্যবসাসফলও হচ্ছে না। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, অশ্লীলতাকে নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ও সমর্থন করে না বরং ঘৃণা করে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত চলচ্চিত্রের সঠিক ব্যবহার করে নিজেদের সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিয়েছে বহির্বিশ্বে, পাশাপাশি আয় করছে কোটি কোটি টাকা। আর আমাদের দেশের কিছু অসৎ চলচ্চিত্র কর্মী ফায়দা লাভের আশায় চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা সংযোজন করে ধ্বংস করছে এই শক্তিশালী মাধ্যম এবং তরুণদের চরিত্রকে। 'রুখে দাঁড়াও' সিনেমাটিতে ময়ূরী প্রতিটি গানে কোনো না কোনো সময়ে পানিতে ভিজে নিজের নগ্ন শরীর স্পষ্ট প্রদর্শন করেও সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পেয়েছে। কিন্তু 'মাটির ময়না'র মতো সুস্থ, আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাওয়া চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড আটকে রেখেছিলো। অশ্লীলতা শুধু চলচ্চিত্রে নয় বরং সেন্সর বোর্ডের কিছু অসৎ কর্মকর্তার অন্তরেও বিরাজ করছে।

মু. কাইসার রহমানী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দৃষ্টি আকর্ষণ

ঢাকা-ময়মনসিংহ রাস্তার বর্তমান অবস্থা

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক এখন নরকে পরিণত হয়েছে। গাজীপুরের পর থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত রাস্তার বেশিরভাগ অংশই (প্রায় ৩০-৪০ মাইল) ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেছে। আজ ৬-৭ মাস যাবৎ এ অবস্থা। এক সময় এ রাস্তাটি ছিল দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও আরামদায়ক। এখন যাতায়াতের সময় বাসের ঝাঁকুনিতে প্রায় প্রত্যেক যাত্রীই কমবেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। যারা পেছনের দিকে বসেন তারা নাগরদোলায় দুলতে দুলতে গন্তব্যে পৌঁছেন। অনেকের মাথা ফেটে যায়, আবার অনেকের কোমর ভেঙে যায়। এ এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। রাস্তাটি কতদিনে মেরামত হবে তা কেউ বলতে পারে না। রাস্তাটি সড়ক ও জনপথ বিভাগের আওতাধীন। তারা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছেন। জাতীয় সংসদের গত অধিবেশনে এক প্রশ্নের উত্তরে যোগাযোগমন্ত্রী বলেছিলেন, শিগগিরই রাস্তাটির কাজ ধরা হবে। কিন্তু তার কথার কোনো সত্যতা মিলছে না। ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা ও শেরপুর জেলায় লাখ লাখ যাত্রীর কথা মনে রেখে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় রাস্তাটি মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আশা রাখি।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার, লালবাগ, ঢাকা-১২১১